১৩.৭. জাতীয়তাবাদের ধারণা (Concept of Nationalism)

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তায় জাতীয়তাবাদের বিষয়টি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বিশ্বমানবতাবাদী ও সত্যান্বেষী দার্শনিক কবি। সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয়তাবাদের ধারণাকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের অভিমত অনুযায়ী কোন দেশের জাতীয় বিকাশকে সমগ্র মানবজাতির উন্নয়নের ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। সমগ্র মানবজাতির সামগ্রিক অগ্রগতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল যে-কোন দেশের জাতীয় অগ্রগতি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনা বিশ্বজনীনতার উদারতায় উন্মুক্ত ও উজ্জ্বল। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চিন্তা ও স্বদেশী আন্দোলন স্বাজাত্যবোধের অহমিকায় অন্ধ নয়। রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ হল সাম্প্রদায়িকতার এক বিশুদ্ধ অভিব্যক্তি। ইউরোপের নিয়মতান্ত্রিক প্রকৃতির জাতীয়তাবাদী ধারণাকে তিনি স্বীকার বা সমর্থন করেননি। স্বাজাত্যবোধের ইউরোপীয় অহমিকাকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেছেন। জাতিগত অভিমানের অভিব্যক্তি হিসাবে যে জাতীয়তাবাদের কথা বলা হয় রবীন্দ্রনাথের কাছে তা ঘৃণার বিষয়। রবীন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদ হল বিশ্বমানবতাবাদী। জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তিনি মুখর হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং উগ্র দেশপ্রেমের বিরোধী। এ বিষয়ে দ্বিমতের অবকাশ নেই। আবার এ কথাও সমভাবে সত্য যে, তিনি ছিলেন একজন নির্ভেজাল দেশপ্রেমিক। সুপ্ত ভারতবাসীকে জাগ্রত করার জন্য রবীন্দ্রনাথ দেশভক্তির উদাত্ত বেদম-এ উচ্চারণ করেছেন। বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত *রবীন্দ্রবিচিত্রা* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত *রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রীতি* শীর্ষক রচনায় প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছেন : "সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন ভারতীয় জাতীয়তার কর্মযোগে সাধন করিয়াছিলেন, বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষের জীবনে আমরা যেমন পাই তার জ্ঞানযোগ, রবীন্দ্রনাথের সাধনায় তেমনি পাই দেশপ্রীতির ভক্তিযোগ।" অধ্যাপক ড. বিশ্বনাথ প্রসাদ ভর্মা (V.P.Varma) তাঁর *Modern Indian Political Thought* শীর্ষক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : "Tagore believed in the spiritual fellowship of man. He visualized the dawn of the great federation of men. Hence he refused to abide by the dictates of the nation-state." কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম ছিল অতুলনীয়। অধ্যাপক ড. দেবরাজ বালি (D.R.Bali) তাঁর *Modern Indian Thought* শীর্ষক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : "Rabindranath was one of the greatest patriots that India produced in the nineteenth century. His love for his motherland was real and pure. He said, I shall be born in India again and again, with all her poverty, misery and wretchedness I love India best."

বিশ্বমানবতাবাদী জাতীয়তাবাদ

রবীন্দ্রনাথের *Nationalism* শীর্ষক গ্রন্থটি রাষ্ট্রনীতিক চিন্তাজগতে বিশেষ মর্যাদাযুক্ত। ১৯১৬-১৯১৭ সালে রবীন্দ্রনাথ জাপান ও যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করেন। এই সময় বিভিন্ন জায়গায় তিনি কিছু বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাগুলি সংকলিত ভাবে *Nationalism* শীর্ষক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর বিরূপ মনোভাবের অভিব্যক্তি ঘটেছে। ইউরোপীয় ধাঁচের জাতীয়তাবাদ রবীন্দ্রনাথকে ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত করেছে। পশ্চিমী জাতীয়তাবাদী আদর্শের অমানবিক প্রকৃতির নগ্ন-বীভৎস প্রকাশ রবীন্দ্রনাথকে আহত করেছে। তাঁর কাছে জাতীয়তাবাদ মানবতার আশীর্বাদ নয়, সভ্যতার সংকট। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদকে বাণিজ্য ও রাজনীতির এক সংগঠন ক্ষমতা এবং প্রাধান্যমূলক সভ্যতা হিসাবে প্রতিপন্ন করেছেন। এই পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের উৎস ও কেন্দ্র হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বিরোধ এবং প্রতিপত্তির কথা বলেছেন। এই জাতীয়তাবাদ প্রভুত্ব বা আধিপত্যবাদ হিসাবে প্রতীয়মান হয়। রবীন্দ্রনাথের মতানুসারে

পশ্চিমী জাতি-রাষ্ট্র হল যান্ত্রিক লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে মানুষের আর্থনীতিক ও রাজনীতিক সংগঠন বিশেষ। রাষ্ট্রের শক্তি হল রাজনীতিক উপরিকাঠামো। জাতি-রাষ্ট্র সামাজিক শক্তির মূল্যে রাষ্ট্রীয় শক্তিকে প্রশ্রয় দেয়। হেগেলীয় রাষ্ট্রদর্শনে জাতীয় রাষ্ট্রকে সর্বশ্রেষ্ঠ মানবিক সংস্থা হিসাবে আরাধনার কথা বলা হয়েছে। সমকালীন ইউরোপীয় রাষ্ট্র দার্শনিকগণ জাতীয়তাবাদী ধারণাকে মহান একটি আদর্শ হিসাবে অভিনন্দন জানিয়েছেন। জাপান ও আমেরিকা এই উগ্র জাতীয়তাবাদকে সাদরে গ্রহণ করেছে। এই জাতীয়তাবাদের উগ্রতার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ নির্মমভাবে নিন্দা-মন্দ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা সমকালীন ইউরোপ, আমেরিকা ও জাপানে প্রবল-প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে।

উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা

রবীন্দ্রনাথ মানবসভ্যতার বিকাশের স্বার্থে জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সদ্ভাব বৃদ্ধি, মানবিক মূল্যবোধসমূহের বিকাশ, আন্তর্জাতিক সমঝোতা ও সম্প্রসারণ প্রভৃতির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অধ্যাপক ড. ভর্মা এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : "Nationalism fosters separatism and its aggressive virulence constitutes a threat to 'civilization of the world. National pride is the result of narrow imagination and an obsence of spiritual sensitiveness. In place of exalting the consent of the governed it bredds imperialism and Chauvinism."

সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত *বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা* শীর্ষক গ্রন্থে জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের বিরূপ মনোভাব এবং 'Nationalism' গ্রন্থের মনোগ্রাহী সারাংশ তুলে ধরেছেন। তিনি লিখেছেন : "প্রথম রচনাটিকে তিনি (রবীন্দ্রনাথ) পশ্চিমী সভ্যতার অন্তর্বিরোধ তুলে ধরে দেখিয়েছেন.....পশ্চিমী সভ্যতা জাতীয়তাবাদের বেদীমূলে ব্যক্তিকে উৎসর্গ করে নির্বিবেক ক্ষমতালোলুপ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অর্জনে মত্ত হয়ে পড়েছে। কবির মতে জাতীয়তাবাদ একটি মহামারী, যার ক্রমবিস্তারী আক্রমণে মানবসভ্যতা বিপন্ন; পশ্চিমে উদ্ভূত জাতীয়তাবাদ সেখানকারই সভ্যতাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। দ্বিতীয় রচনাটিতে রবীন্দ্রনাথ আত্মঘাতী পশ্চিমী সভ্যতার অনুগামী জাপানে জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও সম্প্রসারণে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তি-মানুষকে চিন্তা ও আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা দান করে যে-ইউরোপ সভ্যতার উৎকর্ষ সাধন করেছে, সেখানে চলেছে রাষ্ট্রের যূপকাষ্ঠে ব্যষ্টির বলিদান, ক্ষমতার লালসায় ন্যায়নীতির বিসর্জন। ইউরোপীয় সভ্যতার অমৃতধারার আস্বাদ না নিয়ে তার হলাহল পানে জাপানকে উদ্যত দেখে রবীন্দ্রনাথ জাপানের চিন্তাশীলদের সতর্ক করে দেন। তৃতীয় রচনায় তিনি দেখিয়েছেন যে পশ্চিমী সভ্যতা একদিকে ভারতের তমসাচ্ছন্ন জড়তা দূর করে মঙ্গলালোকের পদনির্দেশ করেছে, কিন্তু অপর দিকে সৃষ্টি করেছে জাতীয়তাবাদের বিষাক্ত পরিবেশ। .....সহিষ্ণুতার পথ ত্যাগ করে আত্মঘাতী জাতীয়তাবাদের প্রতি ভারতের আকৃষ্ট হওয়ার অর্থ সংঘাতকে অনিবার্য করা ছাড়া আর কিছু নয়।"

'ন্যাশন্যালিজম্'-এর সংক্ষিপ্তসার

রবীন্দ্রনাথের কাছে জাতির থেকে মানুষই ছিল বড়। তিনি জাতিপূজার বিরোধিতা করেছেন। তাঁর মতানুসারে জাতীয়তাবাদের মধ্যে অন্ধ দেশভক্তি ও সাম্রাজ্যবাদের বীজ বর্তমান। জাতীয়তাবাদ একটি নেশা। এই নেশায় মানুষ আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে; মানুষের বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়। জাতীয়তাবাদের প্রভাবে মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি হয় এবং মনুষ্যত্বের অবক্ষয় ঘটে। জাতীয়তাবাদী ধারণায় ব্যক্তি-মানুষকে এক কাল্পনিক সমষ্টির কাছে বলি দেওয়া হয়। তার ফলে মানুষের সৃজনশীল সত্তার স্বাধীন বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। ব্যক্তি-মানুষ নেশনের কর্তৃত্বাধীনে যন্ত্রে পরিণত হয়। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে জাতীয় গরিমা মানুষের সংকীর্ণ চিন্তাকে পরিপুষ্ট করে। তার ফলে মানুষের আধ্যাত্মিক মন ও অনুভূতির অবক্ষয় ঘটে। মানুষের মধ্যে জাতীয়তাবাদ বিভেদের সৃষ্টি করে। রবীন্দ্রনাথের

মানুষের শুভসত্তাকে শেষ করে দেয়

রবীন্দ্রনাথের মতানুসারে জাতীয়তাবাদ হল মানুষের তৈরি এক দানব। এই দানবের রুদ্ররূপ ব্যক্তি-মানুষকে যান্ত্রিকতাকে পরিণত করে এবং মানবসভ্যতার সংকট সৃষ্টি করে। জাতীয়তাবাদী উন্মাদনার ভিত্তিতে ঔপনিবেশ বিস্তারের লালসা জাগে। জাতীয়তাবাদ মানুষের শুভসত্তাকে শেষ করে দেয়। কালক্রমে জাতীয়তাবাদ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের রণহুঙ্কারে রূপান্তরিত হয়। রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদকে এক নির্মম মহামারী বলেছেন। এ হল এক ব্যাধি। এই ব্যাধি পাপপঙ্কিল ও সংক্রামক। এই ব্যাধি মানুষের প্রাণশক্তিকে শেষ করে দেবে।

'শিক্ষা' পর্যায়ের 'শিক্ষার মিলন' শীর্ষক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে বলেছেন : "পৃথিবীতে নেশন গড়ে উঠল সত্যের জোরে, কিন্তু ন্যাশনালিজম সত্য নয়, অথচ সেই জাতীয় গণ্ডী-দেবতার পূজার অনুষ্ঠানে চারদিক থেকে নরবলির জোগান চলতে লাগল। যতদিন বিদেশী বলি জুটত ততদিন কোন কথা ছিল না; হঠাৎ ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে পরস্পরকে বলি দেবার জন্য স্বয়ং যজমানদের মধ্যে টানাটানি পড়ে গেল। ....যুদ্ধ যখন পুরোদমে চলছিল তখন সকলেই ভাবছিল, যুদ্ধ মিটলেই অকল্যাণ মিটবে। যখন মিটল দেখা গেল, ঘুরে ফিরে সেই যুদ্ধটাই এসেছে সন্ধিপত্রের মুখোশ পরে। ......পশ্চিমের মনীষী লোকেরা ভীত হয়ে বলেছেন যে, যে দুর্বুদ্ধি থেকে দুর্ঘটনার উৎপত্তি এত মারের পরেও তার নাড়ী বেশ তাজা আছে। এই দুর্বুদ্ধিরই নাম ন্যাশনালিজম, দেশের সর্বজনীন আত্মম্ভরিতা। এ হল রিপু, ঐক্যতত্ত্বের উল্টোদিকে অর্থাৎ আপনার দিকটাতেই এর টান।" অধ্যাপক ড. বিশ্বনাথ প্রসাদ ভর্মা (V.P. Varma) এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : "........ he (Rabindranath) was a merciless critic of the organised rapacity practised in the name of nationalism in the West. The carnivorous and canibalistic civilization of the imperialistic westerm powers feeding upon the blood of the weaker peoples of Asia and Africa constituted a dangerous portent. Its gigantic brutality and its vampire — like lust for booty had corrupted its moral consciousness and it appeared as a mighty threat to the orient."

'শিক্ষার মিলন' প্রবন্ধ

'সভ্যতার সংকট' শীর্ষক প্রবন্ধেও রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদকে উগ্র জাতীয়তাবাদ হিসাবে বিচার-বিবেচনা করেছেন। এ ধরনের জাতীয়তাবাদ অবধারিতভাবে সাম্রাজ্যবাদে পরিণতি লাভ করে। এই কারণে রবীন্দ্রনাথ এ রকম পাশ্চাত্ত্যের জাতীয়তাবাদকে নিন্দা-মন্দ করেছেন। তাঁর মতানুসারে আগামী পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী শাসন-শোষণের নির্যাস 'নেশন' কথাটির ব্যঞ্জনার মধ্যে বর্তমান। 'নেশন'-কে রবীন্দ্রনাথ দানব বলেছেন। এই দানবের নৃশংসতা দুর্বল-দরিদ্র পরাধীন জাতিসমূহকে হিংসার যূপকাষ্ঠে বলি দেয়। রবীন্দ্রনাথের অভিমত অনুসারে পশ্চিমী শক্তিসমূহ নেশনের নামে তাদের আগ্রাসী নীতির উগ্রতাকে প্রকাশ করছে। দুনিয়ার অবশিষ্ট দুর্বল-দরিদ্র জাতিসমূহ এবং নবজাত জাতিসমূহ এই সমস্ত ইউরোপীয় নেশনের তাণ্ডবে সতত তটস্থ। পশ্চিমী শক্তিসমূহ নেশনের নামে অবশিষ্ট পৃথিবীকে গ্রাস করে ভোগ করার উগ্র বাসনা পোষণ করে। রবীন্দ্রনাথ ইউরোপীয় শক্তিসমূহের এই বাসনার বিরোধিতা করেছেন এবং ঘৃণা করেছেন। শক্তি মদমত্ত এই সমস্ত পশ্চিমী শক্তি সমৃদ্ধি ও সামর্থ্যের ডঙ্কা নিনাদে গগন ফাটাচ্ছে। একটি জাতি অন্য জাতির কাছে আতঙ্ক হিসাবে প্রতিপন্ন হচ্ছে। একটি পশ্চিমী ঔপনিবেশিক শক্তির অধীন ভারতের অধিবাসী হিসাবে রবীন্দ্রনাথ দুনিয়ার মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন যে, নেশন হল বীভৎস-বিভীষিকাময় একটি দানব সদৃশ। এবং জাতীয়তাবাদ হল মূর্তিমান এক অশুভ শক্তি। এই শক্তি নিতান্তই নিষ্ঠুর ও সংক্রামক। নেশনের নামে জাতীয়তাবাদী উৎসাহ-উদ্দীপনা বাস্তবে কৃত্রিম আবরণ হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। রবীন্দ্রনাথ অন্যায়ের প্রতিবাদে ছিলেন আন্তরিক। সমকালীন পৃথিবীর রাজনীতিক গতি-প্রকৃতি পর্যালোচনার

নেশন হল নিষ্ঠুর দানব

পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জাতীয়তাবাদী উদ্দীপনার উগ্রতার প্রতিবাদ করেছেন। পশ্চিমী জাতীয়তাবাদী শক্তিসমূহের সাম্রাজ্যবাদী ক্রিয়াকলাপের তিনি তীব্র সমালোচনা করেছেন। অপর জাতিকে হীন করে নিজের জাতিকে বড় করে প্রতিপন্ন করার প্রবণতার তিনি প্রতিবাদ করেছেন। জাতীয়তাবাদী উদ্দীপনার উগ্রতার মাধ্যমে কর্তৃত্ব কায়েম করার, হানাহানি-কাড়াকাড়ির মাধ্যমে ধন-সম্পদ সংগ্রহ করা প্রভৃতির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ সোচ্চার হয়েছেন। জাতীয়তাবাদে ভেদবুদ্ধির প্রাধান্যকে তিনি সমালোচনা করেছেন। অধ্যাপক ড. বিশ্বনাথ প্রসাদ ভর্মা (V.P.Varma) তাঁর *Modern Indian Political Thought* শীর্ষক গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : "Western nationalism, hence, does not represent any high principle of social co-operation or spiritual idealism. It is only a political organization oriented to the economic exploitation of other races. He (Rabindranath) warned that this mechanical civilization based on drawing illegitimate profits from Asia and Africa was slowly gliding-down towards an abysmal crach."

সমকালীন ভারতের জননেতারা স্বরাজ সম্পর্কে সম্যক বা সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেননি। রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রচিন্তামূলক রচনায় 'স্বরাজ'-এর ধারণা বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। স্বরাজ সাধনা সম্পর্কে তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। এ বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর বক্তব্য এবং চরমপন্থীদের উপায়-পদ্ধতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতানৈক্য অত্যন্ত স্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই প্রবন্ধের মাধ্যমে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সুদূরপ্রসারী অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। সমকালীন বিশ্ব যখন জাতীয়তাবাদের উগ্রতা এবং সাম্রাজ্যবাদের বিভীষিকার আতঙ্কে আক্রান্ত, তখন তিনি সমগ্র মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার ব্যাপারে সক্রিয় হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দৃষ্টিকে ভারতবর্ষের সুদূর অতীতের পানে নিবদ্ধ করেছিলেন। ভারতবর্ষের অতীতের মধ্যেই তিনি শাশ্বত পথের সন্ধানে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অভিমত অনুসারে 'বিবিধের মধ্যে ঐক্য, বিরোধের মধ্যে মিলন' — এই হল ভারতবর্ষের ইতিহাসের মৌলিক বৈশিষ্ট্য। অধ্যাপক অর্দ্ধেন্দুশেখর বাগুরী তাঁর *প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথ* শীর্ষক গ্রন্থে এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন : ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথেরও মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের আত্মিক সৌহার্দ্য। তিনি স্বজাতির মধ্যেই সর্ব্বজাতির ও সর্ব্বজাতির মধ্য দিয়েই স্বজাতিকে সত্যরূপে উপলব্ধি করেছিলেন।" রবীন্দ্রনাথ *আত্মশক্তি* গ্রন্থের অন্তর্গত 'নেশন কী' শীর্ষক প্রবন্ধে নেশন কথাটির ব্যঞ্জনা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন : "নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ। দুইটি জিনিস এই পদার্থের অন্তঃপ্রকৃতি গঠিত করিয়াছে। সেই দুইটি জিনিস বস্তুত একই। তাহার মধ্যে একটি অতীতে অবস্থিত, আর একটি বর্তমানে । একটি হইতেছে সর্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতি সম্পদ, আর একটি পরস্পর সম্মতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা —যে অখণ্ড উত্তরাধিকার হস্তগত হইয়াছে তাহাকে উপযুক্তভাবে রক্ষা করিবার ইচ্ছা। মানুষ উপস্থিত মত নিজেকে হাতে হাতে রচনা করে না। নেশনও সেইরূপ সুদীর্ঘ অতীতকালের প্রয়াস, ত্যাগস্বীকার এবং নিষ্ঠা হইতে ক্রমে ক্রমে ব্যক্ত হইতে থাকে।"

মানবজাতির ঐক্য চেতনা

পরিশেষে বলা প্রয়োজন যে, জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের ধারণা ও বক্তব্য ঐতিহাসিক প্রয়োজন পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সমসাময়িক ফ্যাসিবাদী রাজনীতিক নেতারা জাতীয় চেতনাকে ঘৃণ্য রাজনীতিক চক্রান্তের হাতিয়ারে পরিণত করেছিলেন। বিশ্বমানবতা-বিরোধী এই চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী তীব্র প্রতিবাদ ছিল অতিমাত্রায় অপরিহার্য। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজাগতিকতা বা বিশ্বজনীনতার আদর্শের বলে ফ্যাসিবাদী কুৎসিত চক্রান্তের মুখোশ খুলে দিয়েছেন। জাতীয়তাবাদ সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের ধ্যান-ধারণার সত্যতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।